2nd Sem. C - 3, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয় ঃ

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য।

Scanned with CamScanner

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য :

আগেই বলেছি, রামায়ণ বা মহাভারতের বর্তমান রূপটি কোনো এক যুগে রচিত হয়নি, কোনো একজন কবি একা রচনাও করেন নি। বহুকালের বহু কবির রচনা সম্মিশ্রিত হয়েছে এই কাব্য দু'টিতে। বাল্মীকি বা ব্যাসদেব সঙ্কলন করেছেন, পরিমার্জিত করেছেন, অল্পাধিক স্বরচিত অংশ যোগ করেছেন মাত্র। এই কারণে এই কাব্য দু'টির কোন্‌টি আগে রচিত হয়েছিল, সেকথা বলা যায় না। রামায়ণের কোনো কোনো অংশ মহাভারতের কোনো কোনো অংশের চেয়ে প্রাচীনতর, আবার মহাভারতেরও অংশবিশেষ রামায়ণের অংশবিশেষের আগে রচিত। সুতরাং রচনাকালের দিক থেকে এই কাব্য দু'টির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর তা নির্ণয় করা যায় না। তবে সঙ্কলন ও চরম রূপলাভের কাল ধরে মোটামুটিভাবে বলা যায় রামায়ণ হল মহাভারতের আগের সৃষ্টি। এই সিদ্ধান্তের পেছনে দু'টি ভারতীয় সংস্কারের সমর্থন আছে। প্রথমত বাল্মীকিকেই আমাদের দেশে আদি কবি বলা হয় এবং তাঁর কাব্যকেই ভারতের আদিকাব্য বলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত রামায়ণের রামচন্দ্র মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববর্তী অবতার; রামচন্দ্রের ত্রেতাযুগ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর যুগের পূর্ববর্তী ধরা হয়।

এসব লোক-বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও এই সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু যুক্তিরও সমর্থন আছে। মহাভারতের বনপর্বে (২৭৩-২৯২ অধ্যায়) 'রামোপাখ্যান' নামে একটি বিস্তৃত অংশ আছে। এই অংশটুকুতে রামায়ণ-কাহিনীটি প্রায় সবটা সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে রামোপাখ্যানের প্রসঙ্গটি হল এইরকম :

Scanned with CamScanner

মহাভারতের মধ্যে আর এক জায়গায় রাম-কাহিনীর এমন উল্লেখ আছে যাতে মনে হয় রামায়ণের ঘটনা মহাভারতের পূর্ববর্তী বলে গৃহীত হয়েছিল। রামায়ণকাহিনী সত্য ঘটনা না হতে পারে, কিন্তু নিম্নোক্ত প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, রাম-কাহিনী মহাভারতের কাহিনীর আগে রচিত ও প্রসারিত হয়েছিল। ছলনা করে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ঘটানোর জন্যে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কপট সত্যনিষ্ঠার নিন্দা করে বলছেন :

চিরং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।।
রামে বালিবধাদ্ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে।[৯]

—বালীকে বধ করার জন্যে রামের কলঙ্ক যেমন ত্রিলোকে চিরকাল পরিচিত হবে

Scanned with CamScanner

আছে, তেমনি মিথ্যা কথা বলে দ্রোণের মৃত্যু ঘটানোর জন্যে আপনারও চিরকাল কলঙ্ক হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয়ত মহাভারতের গীতা অংশটিতে যে-সব মত ও সাধনপন্থার সমন্বয়ের সুর শোনা যায়, সে-সব দার্শনিক মত ও সাধনপন্থার অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সৃষ্টি। গীতাকে কেউ কেউ মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁদের মত খণ্ডিতও হয়েছে। গীতাকে মহাভারতের অঙ্গ বলে গ্রহণ করলে একথা প্রমাণিত হয় যে, মহাভারত রামায়ণের পরবর্তীকালের সৃষ্টি। গীতা ছাড়াও মহাভারতের বহু অংশে বহু সামাজিক আদর্শ ও নীতি-উপদেশ পরিবেশিত হয়েছে। এত বেশী হয়েছে যে, মনীষী ম্যাক্‌ডোনেল্‌ মহাভারতকে 'an encyclopaedia of moral teaching' বলে অভিহিত করেছেন। নীতিনিষ্ঠার এমন সামাজিক শাসন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে হয়েছিল, রামায়ণ তার পূর্ববর্তী রচনা বলেই তাতে নীতিশিক্ষার এত ছড়াছড়ি চোখে পড়ে না।

অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু রামায়ণের মধ্যে কাব্যগুণ বেশী এবং রামায়ণের রচনারীতি অপেক্ষাকৃত উন্নত, সেহেতু রামায়ণ হল মহাভারতের পরবর্তী রচনা, কারণ, "রামায়ণ যেরূপ সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে রচিত, কাব্য রচনারীতি অনেকটা অগ্রসর না হইলে এইরূপ সম্ভব নহে।" এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। রামায়ণের রচনারীতির উন্নতি যুগগত অগ্রগতির জন্যে ততটা হয়নি, যতটা হয়েছে কবি বাল্মীকির প্রতিভার জন্যে। কারণ এ কাব্যটির অধিকাংশই বাল্মীকির একার রচনা, এতে বহু যুগের বহু কবির যত্রতত্র প্রক্ষেপ মহাভারতের মতো অত বেশী নেই। তাছাড়া, ব্যাসদেব ছিলেন মূলত দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, বাল্মীকি ছিলেন মূলত কবি। এইজন্যে কাব্যের বিচারে রামায়ণ যেমন উন্নত, তেমনি দার্শনিক সমুন্নতি ও মনীষার দিক থেকে মহাভারত অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কাব্যকলার উন্নতির দিক থেকে যদি রামায়ণকে পরবর্তী রচনা বলা যায়, তো দার্শনিক সমৃদ্ধি ও সমাজবোধের জন্যে মহাভারতকে পরবর্তী রচনা বলতে হয়!

মহাভারতের মধ্যে কিছু-কিছু বৈদিক ছন্দের রেশ দেখে কেউ কেউ মনে করেছেন মহাভারত প্রাচীনতর রচনা। আসলে মনে হয় মহাভারতের মূল রূপ যে ভারতকাহিনী, তার আদি কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল রামায়ণের আগেই। মহাভারতের রচনার সূত্রপাত হয় রামায়ণের আগে, কিন্তু এর বর্তমান রূপটি পরিণতিলাভ করে রামায়ণের পরে। এই জন্যে ভাষা, ছন্দ, সমাজচেতনার দিক থেকে মহাভারতে যেমন প্রাচীনতার চিহ্ন আছে, তেমনি অর্বাচীনতার ছাপও কম নেই।

Scanned with CamScanner